ভোরের কাগজ

JUN. 09 2002

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা নিয়ে সেমিনার

প্রহসনমূলক বৃত্তি পরীক্ষা, প্রাইভেট টিউশনি ও শিশু শ্রেণীর বই সংকট দূর করতে হবে

চট্টগ্রাম অফিস : ফতেহ্ আবাদ ফাউন্ডেশন, গণসাক্ষরতা অভিযান ও ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (আইডিএফ) উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা বিষয়ক এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রহসনমূলক বৃত্তি পরীক্ষা, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি ও শিশু শ্রেণীর বই সংকট দূর করতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের বক্তব্যে বলেন, ৪-৫ বছরের শিশুদের জন্য প্রত্যেক স্কুলেই শিশু শ্রেণী থাকে। কিন্তু সরকারিভাবে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা থাকলেও শিশু শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনো বই প্রকাশ বা বিতরণের ব্যবস্থা না করায় অভিভাবকরা মূল্য দিয়ে বই কিনতে চান না।

গত শুক্রবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বক্তারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ছাত্রছাত্রীদের ছাড়পত্র (টিসি) দিতে গিয়ে বয়সের নানা জটিলতার উল্লেখ করে বলেন, আমরা প্রাথমিক শিক্ষকরা প্রতিবছরেই মিথ্যাচার করছি। বক্তারা প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চা ও বিজ্ঞানমনস্ক পাঠ্যসূচির ওপর জোর দিয়ে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান অর্জনে অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করতে হবে।

এই অধিবেশনে এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০০০ ও ২০০১ পর্যালোচনা করেন বক্তারা। শিক্ষার আভ্যন্তরীণ দক্ষতা বিষয়ে এডুকেশন ওয়াচ ২০০০-এর বিষয় ছিল শিক্ষার মান। এ বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা গবেষণার ১৮৬টি বিদ্যালয়ের ২ হাজার ৫০৯ জন ছাত্রছাত্রী ও সমপরিমাণ পিতামাতার ওপর জরিপ চালানো হয়। এ ছাড়াও শিক্ষা প্রশিক্ষণ গবেষণার ১১৪ জন প্রশিক্ষক, ৩৩৬ জন প্রশিক্ষনার্থী ও ২৩৩টি শ্রেণী কক্ষের ওপর জরিপ চালানো হয়।

এর ফলাফলে বলা হয়, লেখার মাধ্যমে নিজ মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা খুবই দুর্বল। ৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বাংলার এবং ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ইংরেজির কোনো যোগ্যতাই অর্জন করেনি। ১৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী গণিতের একটি যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনি। যে সব প্রান্তিক যোগ্যতায় মুখস্তের চেয়ে চিন্তার দক্ষতা বেশি দরকার ছাত্রছাত্রীরা সেগুলোতেই বেশি খারাপ করছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, ছাত্রছাত্রীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি সরাসরি সম্পর্কিত, জরিপে ২৭টি জ্ঞানমূলক প্রান্তিক যোগ্যতার ১৮টিতেই ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় ভালো করেছে।

রিপোর্টে সুপারিশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভালো দিকগুলো নিয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষনের যুগোপযোগী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা, স্বায়ত্তশাসিত জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে জেলা পর্যায়ের শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু করা, আগামী ৫ বছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মোট জাতীয় উৎপাদনের ২ থেকে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা শীর্ষক এই মূল প্রতিবেদনের ওপর আলোকপাত করেন সম্পাদকদের মধ্যে সমীর রঞ্জন নাথ ও মাহমুদুল আলম। এ ছাড়া এডুকেশন ওয়াচ ২০০১-এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পুরুষ-মহিলা, ৭ থেকে ১৫ বছরের শিশু-কিশোর-কিশোরী, পার্বত্য অঞ্চল ও পৌর এলাকার লোকজনের ওপর জরিপ চালিয়ে বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত এতে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মতামত প্রতিফলিত হয়নি এবং শিক্ষাখাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক কোনো আহ্বান নেই।

পরে রিপোর্টের ওপর নির্ধারিত আলোচকের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. মাহবুবুল হক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফুলকির অধ্যক্ষা শীলা মোমেন, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শহীদুল আমিন ছাড়াও বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আলোচনা করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাসির উদ্দিন আহমেদ।

পরে একই মিলনায়তনে বেসরকারি উদ্যোগে 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।